শহর ও শহরতলী

পশ্চিমবঙ্গে নজির গড়ার পথে জয়নগর,গোবর থেকে তৈরি হচ্ছে রান্নার গ্যাস, তাকিয়ে গোটা রাজ্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ গোয়ালঘরের গোবরই এবার হয়ে উঠছে রান্নার জ্বালানি। গবাদি পশুর গোবর থেকে রান্নার গ্যাস উপাদনের অভিনব উদ্যোগ শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-১ ব্লকে। ব্লক প্রশাসনের



উদ্যোগে ইতিমধ্যেই জাঙ্গালিয়া গ্রামে তৈরি হয়েছে দুটি গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট। প্রশাসনের দাবি, এই উদ্যোগ সফল হলে গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি রান্নার খরচ কমানোর ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখাতে পারে জয়নগর। সেই সঙ্গে গোবরের মতো জৈব বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার সুযোগও তৈরি হবে।সাধারণত গবাদি পশুর গোবর কৃষিকাজে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই গোবর থেকেই যদি তৈরি করা যায় রান্নার গ্যাস, তা হলে একদিকে যেমন জ্বালানির খরচ কমানোর সম্ভাবনা থাকবে, অন্যদিকে পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহারও বাড়বে। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই উদ্যোগী হয়েছে জয়নগর-১ ব্লক প্রশাসন।ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেঃদ্রীয় সরকারের ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। জয়নগর-১ ব্লকের বিডিও শুভদীপ দাস জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কর্মদিবসের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।প্রশাসনের তরফে একাধিক গবাদি পশু রয়েছে, এমন খামারিদের চিহ্নিত করে প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৩ জন খামারিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের গবাদি পশুর গোবর ব্যবহার করে গোবর গ্যাস প্ল্যাঃট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।এই প্রকল্পের প্রথম কাজ শুরু হয়েছে জয়নগর-১ ব্লকের জাঙ্গালিয়া গ্রামে। প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চিহ্নিত প্রকল্পগুলির মধ্যে সাতটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার মধ্যে দুটি গোবর গ্যাস প্ল্যাঃটের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী দিনে আরও প্ল্যাঃট তৈরি করে এই উদ্যোগকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। গোবর থেকে গ্যাস উপাদন সম্ভব হলে রান্নার জ্বালানির জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কিছুটা কমতে পারে। পাশাপাশি, গবাদি পশুপালকদের কাছে গোবরের ব্যবহার আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে। প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হলে স্থানীয় স্তরেও আর্থিক কর্মকাণ্ড বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তবে এই উদ্যোগ কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করছে প্ল্যাঃটগুলি কতটা নিয়মিত চালু রাখা যাচ্ছে, কতটা গ্যাস উপাদন হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি কতটা আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে, তার উপর।সেই সঙ্গে প্ল্যাঃট গুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত গোবর সরবরাহ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

গোবর থেকে গ্যাস উপাদনের এই উদ্যোগ সফল হলে জয়নগর-১ ব্লক আগামী দিনে গ্রামীণ বিকল্প জ্বালানির একটি উল্লেখযোগ্য মডেল হয়ে উঠতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই আপাতত জাঙ্গালিয়ায় শুরু হয়েছে কাজ।এই ব্লকের অন্য পঞ্চায়েত এলাকায় আগামীতে শুরু হবে বলে জানা গেল।এখন নজর রয়েছে, এই উদ্যোগ কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে গ্রামবাংলার দৈনঃদিন জীবনে এবং ভবিষ্যতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্য এলাকাতেও এই প্রকল্প সম্প্রসারিত হয় কি না।

রাস্তায় বিরোধীদের ঐক্য, ভোটে একাই লড়বে কংগ্রেস?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিরোধীরা একজোট হলেও পুরভোটে জোটের পথে হাঁটতে নারাজ কংগ্রেস? কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের প্রস্তুতির মধ্যেই এমনই ইঙ্গিত দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে রাস্তায় বিরোধীদের যৌথ আন্দোলন থাকলেও ভোটের ময়দানে কংগ্রেস নিজের শক্তিতেই লড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তপরতা বাড়ছে। ভোটের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো-সব দিকেই নজর দিচ্ছে নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই আবহেই নিজেদের অবস্থান নিয়ে তাপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় আঃদোলনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি একসঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে প্রত্যেক দলকে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, যৌথ আন্দোলন আর নির্বাচনী জোটকে এক করে দেখতে চাইছে না কংগ্রেস নেতৃত্ব। পুরভোটের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে কংগ্রেসও সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে বায়োডাটা সংগ্রহ করছে। শুধু দলের অভ্যন্তরের কর্মীরাই নন, দলের বাইরের আগ্রহী ব্যক্তিদেরও আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা রাখা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের এই প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে শুভঙ্কর সরকার বুঝিয়ে দিয়েছেন, দল নিজের সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতেই নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁর কথায়, কংগ্রেস নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সময়ের দাবি অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় একসঙ্গে অনেকে থাকেন।



কিন্তু বাড়িতে আলাদা আলাদা হয়ে ফিরে যান। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বক্তব্যের মাধ্যমে পুরভোটে সম্ভাব্য জোট নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা তিনি স্পষ্ট করে জানাননি, তাঁর মন্তব্যে এককভাবে লড়ার প্রস্তুতির বার্তাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। জোটের সমীকরণে একাধিক দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি হলে প্রতিটি দলের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। সেই দিক থেকেও আলাদাভাবে নির্বাচনে লড়লে কংগ্রেসের কর্মীদের সামনে বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এদিন কংগ্রেসের সাংগঠনিক তপরতার মধ্যেই হাওড়া পুরসভার এক প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে পুরনো দলে ফিরে এসেছেন। শুভঙ্কর সরকারের উপস্থিতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্থসারথি ভৌমিক, শুভ্রজ্যোতি দাস-সহ অন্যরা। পুরভোটের আগে এই যোগদানকে সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কংগ্রেসের একাংশ। বিশেষ করে হাওড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ পুর এলাকায় পুরনো কর্মীদের ফিরিয়ে এনে নির্বাচনী প্রস্তুতি জোরদার করার চেষ্টা করছে দল। তবে এই প্রত্যাবর্তন ভোটের ফলে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নির্ভর করবে স্থানীয় সংগঠন এবং প্রার্থী নির্বাচনের উপর। অন্যদিকে, কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটে ভোটারদের ভোটদান নিশ্চিত করার দাবিতে সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট মহলের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার-সহ আরও কয়েকজন। এই যৌথ উদ্যোগের পরেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি পুরভোটে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-সহ বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে লড়তে পারে? যদিও শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্যে সেই সম্ভাবনার পক্ষে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। বরং তাঁর মন্তব্যে আঃদালনের মঞ্চে ঐক্য এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে পৃথক অবস্থানের বিষয়টিই সামনে এসেছে। তবে যৌথ চিঠি দেওয়া মানেই নির্বাচনী জোট তৈরি হওয়া নয়। ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হওয়া এবং আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে লড়া-দুটি আলাদা বিষয়। ফলে পুরভোটের চূড়ান্ত সমীকরণ এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বৈধতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন কসবার এক বাসিঃদা। মামলাটি অবকাশকালীন বিচারপতি আর্যক দত্তের বেঞ্চে ওঠে। এই মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে নতুন করে মামলা দায়েরের অনুমতি মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। মামলাকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবর মামলার শুনানি হতে পারে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি পুরভোটের আগে আইনি ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে পুরভোট নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন জেলাশাসক। সেই বৈঠকে নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। সব মিলিয়ে, কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের আগে একদিকে প্রার্থী বাছাই ও দলবদল, অন্যদিকে বিরোধী ঐক্য এবং ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে আইনি বিতর্ক-সব মিলিয়ে রাজনৈতিক তপরতা তুঙ্গে। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত এককভাবে লড়বে, নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনও সমঝোতার পথে হাঁটবে, তার উত্তর মিলবে আগামী দিনের সিদ্ধান্তে। আপাতত শুভঙ্কর সরকারের বার্তা, নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না হাত শিবির।

আজ বারাণসী-নয়াদিল্লি পর্যন্ত নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রার সূচনা হবে

৩০ অক্টোবরঃ ভারতীয় রেল বারাণসী ও নয়াদিল্লির মধ্যে নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর মাধ্যমে তাদের আধুনিক নৈশ রেল পরিষেবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে চলেছে। এই পরিষেবাগুলি বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং যাত্রীদের দীর্ঘ দূরত্বের নৈশ ভ্রমণের জন্য একটি আধুনিক, আরামদায়ক ও কার্যকর বিকল্প প্রদান করবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ বারাণসী থেকে বারাণসী-নয়াদিল্লি রুটে নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস পরিষেবার সূচনা করবেন।২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে হাওড়া-গুয়াহাটি করিডোরে বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবা চালুর পর, এবার নতুন এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে এই অত্যাধুনিক ট্রেনের সুবিধা আরও বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উন্নত সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত স্লিপার বা বার্থের ব্যবস্থাসহ, ভারতীয় রেল দীর্ঘ দূরত্বের নৈশ ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক, নির্ভরযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

পূর্বস্থলী রেল বাজারে সাতসকালে চাঞ্চল্য! কর্মকারশালা থেকে উদ্ধার ৫৪ বছরের ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ শুক্রবার সাতসকালে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী রেল বাজারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম হারান কর্মকার (৫৪)। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামে। পেশায় তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। যে কর্মকারশালায় তিনি কাজ করতেন, সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবারে।



স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতোই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন হারান কর্মকার। এরপর তিনি পূর্বস্থলী রেল বাজারের একটি চায়ের দোকানে গিয়ে চা ও বিস্কুট খান। পরে বাজারের একটি কর্মকারশালায় যান তিনি। সেখানেই কিছুক্ষণ পর তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা।এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পূর্বস্থলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং দেহটি উদ্ধার করে। কীভাবে এবং ঠিক কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হারান কর্মকার মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে খবর। যদিও তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাতসকালে কর্মকারশালা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পূর্বস্থলী রেল বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চোরবাগান পূজামন্ডপে পদপিষ্ট কান্ডে বিহারের মজফরপুরের বাসিন্দার বাড়িতে চেক পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০ ন্ডক্টোবর ঃ সপ্তমীর রাতে চোরবাগান পূজামন্ডপে পদপিষ্ট মৃতদের তালিকায় ছিলেন বিহারের মজফরপুরের বাসিন্দা বাবা ও ছেলে। তাঁদের বাড়িতে ক্ষতিপূরণ চেক পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চোরবাগান-কাণ্ডে মৃত্যু হয়েছিল উনিশ জনের। সতেরটি স্বজনহারা পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে পঁচিশ লাখ টাকার চেক তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাকি দু'জন ছিলেন একই পরিবারের। মুজফ্ফরপুরের বাসিন্দা অভিষেক শ্রীবাস্তব ও ছেলে আয়ান্স শ্রীবাস্তব মারা গিয়েছিলেন ওই দুর্ঘটনায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো শুক্রবার মজফরপুরে গিয়ে স্বজনহারা পরিবারের সাথে দেখা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। পরিবারের সদস্যদের হাতে ২৫ লাখ টাকার দুটি চেক তুলে দেন। ভিডিও কলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কথা বলেন পরিবারের লোকজনের সাথে। পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিবারের একজনের চাকরির জন্য আবেদন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে চাকরির ব্যবস্থা করবেন।

‘কোহিনুর গ্রুপে’র আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত, শিবপুরে সিএ-র বাড়িতে ইডির তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০ অক্টোবর ঃ ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা কোন পথে সরানো হয়েছিল? ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের অভিযোগের সূত্র ধরে এবার তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকাল থেকে হাওড়ার শিবপুর-সহ রাজ্যের চারটি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তদন্তে হাওড়ার শিবপুরের বিবেক বিহার আবাসনে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সচিন জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা। পাশাপাশি কলকাতার লেকটাউন, হুগলির উত্তরপাড়ার শিবতলা স্ট্রিট এবং আসানসোলেও বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছান তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ঝাড়খণ্ডের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের অর্থ কলকাতায় সরিয়ে আনা এবং ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে সেই টাকা সাদা করার অভিযোগের তদন্ত চলছে। ঋণের অর্থ নির্ধারিত কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কোন ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি যুক্ত এবং অর্থের প্রকৃত গতিপথ কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্রেই বিভিন্ন ঠিকানায় নথিপত্র ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে শুক্রবারের অভিযানে কোনও নথি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে ইডির তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে আরও কোনও তথ্য সামনে আসে কিনা, এখন সেদিকেই নজর।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টোরস বিভাগ কর্তৃক বিক্রেতা সম্মেলন

কলকাতা, ৩০শে অক্টোবরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টোরস বিভাগ ২৯শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে একটি বিক্রেতা সম্মেলনের (ভেন্ডর মিট) আয়োজন করে। কলকাতার গার্ডেন রিচে অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে, প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক-২০২৬' (সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ-২০২৬) উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রায় ২৫ জন বিক্রেতা অত্যন্ত উসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টোরস, ভিজিল্যান্স এবং অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকরাও এতে উপস্থিত ছিলেন।'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতি এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের আওতায় নতুন উস (সোর্স) উন্নয়নের সরকারি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিক্রেতা ও ক্রয়কারী সংস্থাগুলোর মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য এই অনুষ্ঠানটি একটি অনন্য মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি, নারী উদ্যোক্তা এবং এসসিএসটি সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন এমএসই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়নের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে বিক্রেতাদের আইআরইপিএস ও জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়া রেলওয়ের সুনির্দিষ্ট কারিগরি মানদণ্ড (স্পেসিফিকেশন), গুণমান বজায় রাখা এবং সময়মতো পণ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন, পরামর্শ এবং বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

নিমপীঠে পিএম কিষানের ২৪তম কিস্তি প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩০ ন্ডক্টোবর ঃ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষিকাজে তাঁদের পাশে দাঁাানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম কিষান) প্রকল্পের ২৪তম কিস্তির অর্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান ঘিরে চাঁদের হাট বসল নিমপীঠে। শুক্রবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রে এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়। সেখানে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ১৩৪ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এদিন সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে গুজরাটের বানাসকাঁথায় আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম কিষান প্রকল্পের ২৪তম কিস্তির অর্থ কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউঃেট সরাসরি হস্তান্তর করেন। এই কিস্তিতে দেশের ৯.৩৪ কোটিরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউঃেট মোট ১৮,৬৯০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাঠানো হয়। সেই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখার জন্য নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্র বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) মৃদুল কুমার ভক্ত, উপ-কৃষি অধিকর্তা (জল ব্যবস্থাপনা) জয়ন্ত মালাকার, জয়নগর-২ ব্লকের সহকারী কৃষি অধিকর্তা ড. দেবাশিস সাহু। এছাাও উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চঃদন কুমার মণ্ডল।কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রের বিজ্ঞানীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. মানসী চক্রবর্তী, ড. প্রবীর কুমার গাাই, ড. দীপক কুমার রায়, ড. সোমনাথ সরদার, ড. অরিত্র সরকার, ড. দেবীপ্রসাদ কাঁটাল, কুশল দাশগুপ্ত ও সুচন্দ্রা নিয়োগী-সহ অন্যান্যরা।

Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd. OMKARA

রেজি. অফিসঃ৯,এম.পি.নগর,১ম রাস্তা,কঙ্কুনগর এক্সটেনশন,তিরুপুর-৬৪১৬০৭. ফোন নম্বর ০৪২১২২২১১৪৪. **কর্পোরেট অফিসঃ** কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৭ তম তলা, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর জি গডকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০২৮. টেলিফোনঃ ০২২-২৬৫৪৪০০০

পরিশিষ্ট - IV-A নিয়ম ৮(৬) ও ৯(১)-এর শর্তাংশ দেখুন — **ই-নিলামের তারিখ ২৬ নভেম্বর ২০২৬**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এবং ৯ (১) এর বিধান অনুসারে পঠিত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) ও বন্ধকদাতা(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত সম্পদ 'ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড'-এর নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে যা দায়বদ্ধ করা হয়েছে। OARPL হলো ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি, যা 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ৩ নম্বর ধারার অধীনে 'অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি' হিসেবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত। কোম্পানিটির সিআইএন নম্বর হলো U67100TZ2014PTCO20363 এর নিবন্ধিত কার্যালয় ৯, এম.পি. নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর - ৬৪১ ৬০৭-এ অবস্থিত এবং কর্পোরেট কার্যালয় কোহিনুর স্কয়ার, ৪৭তম তলা, এন. সি. কেলকার মার্গ, আর. জি. গডকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০২৮-এ অবস্থিত। কোম্পানিটি ' পিএস-২৬২০২১-২২ ট্রাস্ট'-এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এটি 'পুনাওয়ালা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড' (পূর্বনাম 'মাগমা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড') থেকে ঋণগ্রহীতা(গণ)সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)বন্ধকদাতা(গণ)-এর বকেয়া ঋণের সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ এবং সংশ্লিষ্ট জামানতসমূহ অধিগ্রহণ করেছে। এই অধিগ্রহণটি 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ৫ নম্বর ধারার অধীনে, ৩০-০৯-২০২১ তারিখের একটি 'অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু, সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদটির (সম্পদগুলোর) বাস্তব দখল গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা (গণ)জামিনদাতা (গণ)বন্ধকদাতা (গণ)-এর নিকট থেকে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে, উক্ত সম্পদটি (সম্পদগুলো) নিচে উল্লিখিত তারিখে যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে (As is where is), যেমন আছে, তেমনই (As is what is), যা কিছু আছে, তা-ই (Whatever there is